১৯০০ - পূণ্য - শ্রী প্রঙ্গাসুন্দরী দেবী

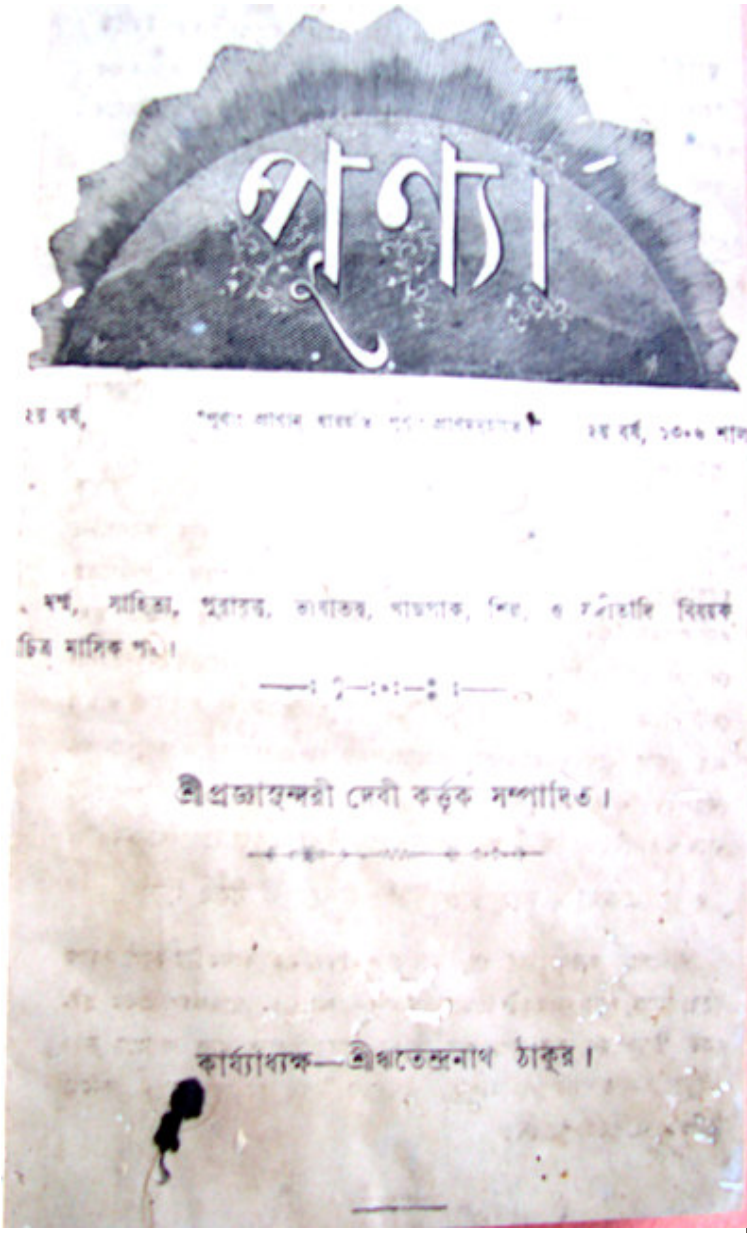

২য় বর্ষ, [illegible] ২য় বর্ষ, ১৩০৭ সাল

[illegible] ধর্ম, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, [illegible], খাদ্যপাক, শিল্প, ও [illegible] বিষয়ক [illegible] মাসিক পত্র।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

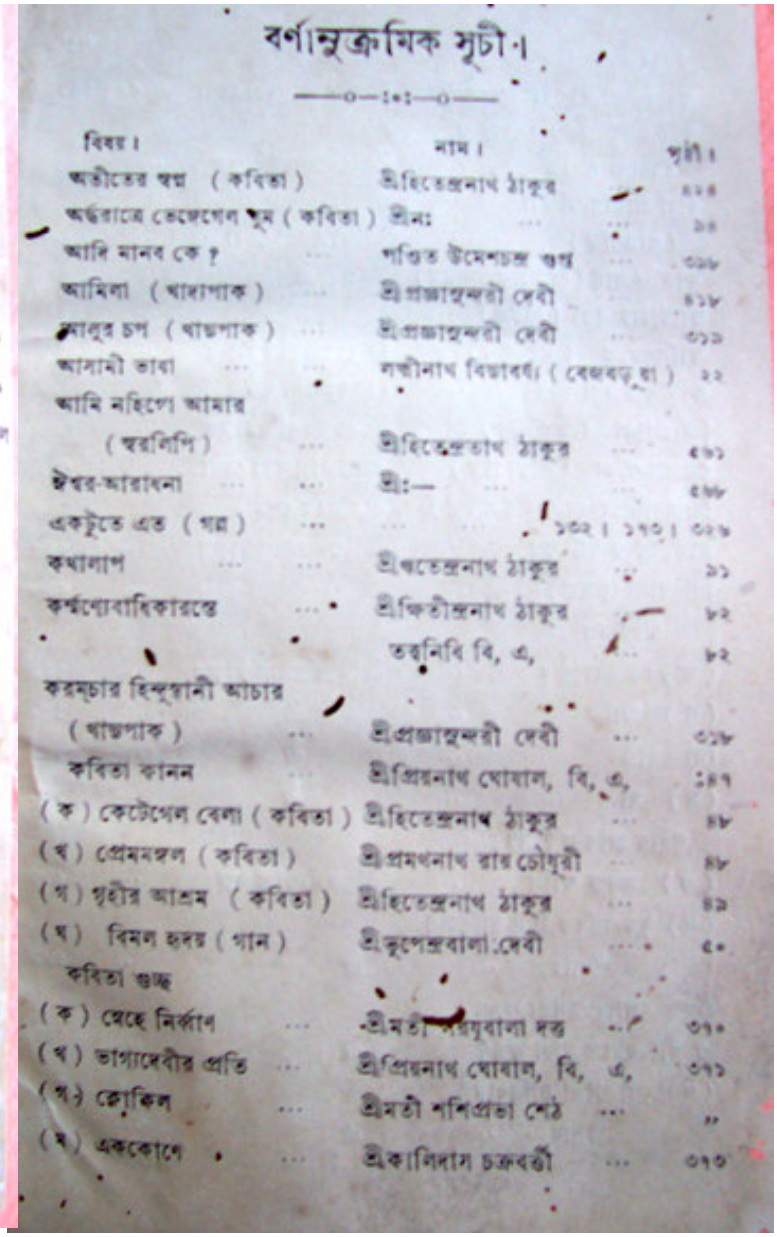

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়।	নাম।	পৃষ্ঠা।
অতীতের স্বপ্ন (কবিতা)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৪
অন্ধকারে ভেঙেগেল ঘুম (কবিতা)	শ্রীন:	৯৯
আমি মানব কে? ...	পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত ...	৩১৮
আমিলা (খাদ্যপাক) ...	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	২১৮
আলুর চপ (খাদ্যপাক) ...	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ...	৩১১
আসামী ভাষা	লক্ষীনাথ বিজ্ঞাবর্ম্ম। (বেজবরুয়া)	২২
আমি নহিলে আমার (স্বরলিপি) ...	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩১
ঈশ্বর-আরাধনা	শ্রী:—	৫৬৮
একটুতে এত (গল্প) ...	... ...	১৩২। ১৭৩। ৩২৬
কথালাপ	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯১
কর্ম্মপোবাদিকারম্ভে ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮২
	তত্ত্বনিধি বি, এ, ...	৮২
করমচার হিন্দুস্থানী আচার (খাদ্যপাক) ...	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ...	৩১৮
কবিতা কানন ...	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল, বি, এ,	২৪৭
(ক) কেটেগেল বেলা (কবিতা)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৮
(খ) প্রেমমঙ্গল (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ...	৪৮
(গ) গৃহীর আশ্রম (কবিতা)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৯
(ঘ) বিমল হৃদয় (গান)	শ্রীনৃপেন্দ্রবালা দেবী ...	৫০
কবিতা গুচ্ছ		
(ক) স্নেহে নির্ব্বাণ ...	শ্রীমতী [illegible]বালা দত্ত ...	৩৭০
(খ) ভাগ্যদেবীর প্রতি ...	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল, বি, এ,	৩৭১
(গ) কোকিল ...	শ্রীমতী শশিপ্রভা শেঠ ...	,,
(ঘ) এককোণে ...	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী ...	৩৭৩

পুণ্য।

নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে নব্যতন্ত্রের স্ত্রীশিক্ষার মূলে যে বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন, ইহা বোধ হয় এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর বিষয় উল্লেখ করিলে গুরুতর অঙ্গহানি হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ই প্রত্যেক রমণীর যে বিদ্যা-শিক্ষা কর্ত্তব্য, এই কথার প্রথম সূত্র ধরাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য, সত্যের অধি-কার রক্ষার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে ব্যক্তিগত অনেক কথা বলিতে হইবে, পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাহাতে তাঁহারা যেন আমার প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি অযথা দোষারোপ না করেন। একটা কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই লোকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রধান প্রধান সভ্যদিগের কার্য্য সমূহকে সমাজেরই কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বাস্তবিকও এরূপভাবে আলোচনা ভিন্ন একটা সমাজের কার্য্যনির্দ্দেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সচরাচর প্রতিষ্ঠা-সম্প্র প্রধান ব্যক্তিরাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বসাধারণে তাহাতে সায় দিয়া তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার পরিধি বিস্তৃত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বলিতে গেলেই

নির্ভর করিয়া স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ সমর্থন করা ব্রাহ্মসমাজে আবহমান চলিয়া আসিতেছে। রামমোহন রায় সহমরণবিষয়ক উক্ত প্রস্তাব খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে তাঁহার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার কোন বঙ্গবাসীই উত্থাপন করেন নাই এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সেই শ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গের ক কন্যার পিতা, প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামী এবং প্রত্যেক জননীর পুত্রের সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত বিষয়ে অবশ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে যথেষ্ট র প্রদান করিতে হয়। তাঁহারাই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিবার প্রথম পথ-ক। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার মূল হৃদয়ে পোষণ করিয়াই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিলেও আমাদের ইহা স্মরণ া কর্ত্তব্য যে কোন বঙ্গবাসীই এবিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ ন নাই। কে জানিত যে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে প্রথম হস্তক্ষেপ না রিলে আজ স্ত্রীশিক্ষা এত বিস্তৃত হইত কিনা—স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতই হইত না বলা কঠিন। একটা কিছু আদর্শ হাতের নিকটে পাইলে তাহাকে নজের মনোমত করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ হইতে পারে কিন্তু নূতন কোনো কিছু, বিশেষতঃ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ন্যায় নূতন কিছু, অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার সদ্বিষয়ের পথপ্রদর্শক-দিগের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি। রাজা সার রাধাকান্ত দেব তাঁহার "স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "শ্রীযুত হেব লোকেরা (বোধ হয় খৃষ্টীয় মিশনরিগণ) এই কলিকাতার নন্দন-ানে জুবেনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, হাতে প্রথমে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করে নাই।" কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সময় কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূনসংখ্যায় ১৬ জন ধরিয়া অন্তত ৮০০টী কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে তখনও এই সকল পাঠশালায় ভদ্রপরিবারের কন্যা প্রেরিত হইত না। এই সকল পাঠশালা স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় মিশনরিগণ বিলাত

মিশনরিদিগের যত্নে অনেকগুলি স্ত্রীপাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল. বি
বিটন সাহেবই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোকের জন্ত রীতিমত বিদ্যাল
খুলিয়াছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও তজ্জন্ত চতুর্দ্দিকে ভীষ
অমঙ্গলরাশি উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলের সভাস
মহাত্মা বিটনের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তখনকার কৌলীন্তপ্রথা
প্রাবল্য এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের নিরক্ষর থাকা, এই উভয়ের পরস্পরে
সংযোগে দেশে যে গভীর অন্ধকারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহ
ভাবিলে আজ আমাদেরও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিটন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাল
হইতেই যে সেই প্রলয়গতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহ
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিটন সাহেব তাঁহার জীবিতকাল পর্য্য
ইহাকে অতি যত্নে নিজব্যয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার দেহাবসানের কি
পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একখানি দানপত্রের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
হস্তে ন্যস্ত করিয়া দেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অব
ডালহৌসী স্বয়ং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন;
তাহার পরে গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। যে ভূমিখণ্ডের
উপর এবং যে অট্টালিকায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিখণ্ড রাজা
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সেই অট্টালিকা বিটন সাহেব প্রদান করেন।
মহামহোৎসবের সহিত ইহার ভিত্তিস্থাপনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। "সে
দিবস বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, দ্বারে
পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ফ্রীমেসন সম্প্র-
দায়ের লোকেরা বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যালয়ের মূলপ্রস্তর প্রোথিত
করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার
মহাত্মা বিটন সাহেবকে উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য
করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গ-
দেশে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।" * বিদ্যাসাগর
মহাশয় ছাত্রীসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তা না করিলে মহাত্মা বিটন

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৯৮ শক, জ্যৈষ্ঠ।

বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগর
হাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের সম্পাদকপদে বরিত হয়েন। ব্রাহ্ম-
মাজের ইহা গৌরবের বিষয় যে এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ব্রাহ্ম-
মাজের দক্ষিণহস্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন।
খন, এক কথায়, ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, বোধ
য়, দেশের হিতজনক কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শুনিয়াছি যে সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের তিনটী মাত্র ছাত্রী জুটিয়াছিল—
ন্মধ্যে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্তা এবং
পরটী পাটুলির চাটুয্যেবংশীয় তদানীন্তন বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ
হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা। তখনকার অবস্থা ভাবিয়া ইহা-
দিগের সৎসাহসের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার পূর্ব্বে
কোন ভদ্রলোকেই যে স্বীয় কন্তাদিগকে কোন স্ত্রীপাঠশালায় প্রেরণ করি-
তেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময় হইতেই কার্য্যতঃ স্ত্রীবিদ্যা-
লয়ে ভদ্রপরিবারের কন্তা প্রেরিত হইতে লাগিল। এই তিনটী ছাত্রীর
দৃষ্টান্তে ক্রমে অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলা বাহুল্য
যে, যে সকল হিন্দুবালিকা অধ্যয়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত,
তাহাদিগের অধিকাংশই অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিবাহ
প্রস্তাব অথবা বিবাহেরই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিছু অধিক করিয়া ধরিলেও
১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হইত। এই
সময়ের মধ্যে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার অবসর না হওয়াতে,
বলিতে গেলে, তাহাদের অক্ষর পরিচয়ের অধিক কিছুই হইত না। হিন্দু-
সংসারে বিবাহের পর বালিকাদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হই-
বার সুবিধা প্রায়ই হয় না। বর্ত্তমানে হিন্দুসংসার যে ভাবে গঠিত,
তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিবাহের পরই সহসা একটী পরিপক্ব গৃহিণী
হইয়া পড়েন এবং তাম্বূল দোক্তা চর্ব্বণের সঙ্গে প্রতিবাসী, আত্মীয় কুটুম্ব
প্রভৃতি নিজ বাটীতে অভ্যাগত পাঁচজনের সহিত অথবা পাঁচজনের বাটীতে
যাইয়া তাহাদের সহিত পরচর্চ্চা প্রভৃতি নানাবিষয়ক গল্প গুজব করিতে
শুনিতেই সময় অতিবাহিত করিয়া দেন, কাজেই তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জন